কলকাতার হাইকোর্টে
সাংবিধানিক আপিলের এখতিয়ারে
আপিল সাইড

সামনে :
মাননীয় প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবগনাম
এবং
মাননীয় বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য

এমএটি/৬৬৫/২০২৩
আইএ নং: সিএএন/১/২০২৩
অমর নাথ দত্ত
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আপিলকারীর জন্য	: শ্রী ধনঞ্জয় ব্যানার্জী শ্রী তন্ময় খান ... আইনজীবী
রাজ্যের জন্য	: বিজ্ঞ এ.জি.পি শ্রী অমল কুমার সেন, শ্রী লাল মোহন বসু ... আইনজীবী
উত্তরদাতা নং ৬ জন্য	: শ্রী তাপস কুমার ঘোষ শ্রী তন্ময় চৌধুরী ... আইনজীবী
সংরক্ষিত	: ১৪.১২.২০২৩
রায়	: ২০.১২.২০২৩

বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য:-

১. ২৪ শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের রায় এবং আদেশটি ২০২৩ সালের ডবলুপিএ ১০১৩-এ একজন বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি রিট পিটিশনারের অনুরোধে এই আপীলে চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে৷

২. ৬ তম উত্তরদাতা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কল্যাণ এবং প্রবীণ নাগরিক আইন, ২০০৭ (এর পরে "২০০৭ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছেন, উপহারের দলিল প্রত্যাহার করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। ৬ তম উত্তরদাতা এখানে আপীলকারীর পক্ষে ০৩.০৭.২০১৯ তারিখে উপহারের দলিল সম্পাদন করেছেন৷

উদ্বিগ্ন সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, ৩০.১১.২০২২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা উপহারের উক্ত দলিল প্রত্যাহার করেন। আপীলকারী ৩০.০৫.২০২২ তারিখের ডাব্লুপিএ ১০১৩ অফ ২০২৩-এর একটি রিট পিটিশন পূরণ করে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে। বিজ্ঞ বিচারক বিচারক, অপ্রকৃত রায় এবং আদেশ দ্বারা, রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন।

৩. রিট পিটিশনের পাশাপাশি এই আপিলের যে তথ্যগুলো জন্ম দিয়েছে, তা নিম্নরূপ।

৪. দোতলা বিল্ডিং যা প্রাইভেট পক্ষের মধ্যে বিরোধের বিষয়বস্তু ছিল মূলত ৬ তম উত্তরদাতার স্ত্রীর মালিকানাধীন। ৬ তম উত্তরদাতার স্ত্রী ০৪.০৯.২০১৩ তারিখে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মারা যান এবং তার মৃত্যুর পর ৬ষ্ঠ উত্তরদাতা উক্ত দুই তলা ভবনের উত্তরাধিকারী হন। আপীলকারী এবং এখানে ৭ তম উত্তরদাতা, নিজেকে বিবাহিত দম্পতি বলে দাবি করে ২০১৪ সালে কখনও কখনও উক্ত বিল্ডিংটিতে ৬ তম উত্তরদাতা দ্বারা ভাড়াটে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এখানে ৬ তম উত্তরদাতা একা এবং একজন বয়স্ক বিধবা দাবি করেছেন যে তিনি আপীলকারীর উপর নির্ভরশীল হয়েছেন এবং ৭ তম উত্তরদাতা এবং তিনি আপীলকারী এবং ৭ তম উত্তরদাতাকে তার সন্তান হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। ৭ তম উত্তরদাতা এবং আপীলকারী ৬ তম উত্তরদাতার দেখাশোনা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন যা ৬ তম উত্তরদাতাকে উপহারের দলিল প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে বাধ্য করেছিল।

৫. ২৪.০৩.২০২৩ তারিখের রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ৩০.১১.২০২২ তারিখের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, আপীলকারী রিট পিটিশন দাখিল করেন যা বাতিল কৃত রায় এবং আদেশ দ্বারা খারিজ হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ হয়ে রিট পিটিশন খারিজ করার আদেশে রিট আবেদনকারী এই আদালতের দ্বারস্থ হন।

৬. শ্রী ধনঞ্জয় ব্যানার্জী, আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আপীলকারীর পক্ষে ৬ তম উত্তরদাতার দ্বারা সম্পাদিত উপহারের দলিলটিতে এমন কোনও শর্ত নেই যে হস্তান্তর কারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা সরবরাহ করতে হবে এবং, তাই, ০৩.০৭.২০১৯ তারিখের উপহারের উক্ত দলিলটি ২০০৭ আইনের ২৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যাহার করা যেত না।

৮ এর পৃষ্ঠা ২

৭. বিপরীতে শ্রী তাপস কুমার ঘোষ, ৬ তম উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত থাকা বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে উপহারের দলিল সম্পাদনের অবিলম্বে একটি ঘোষণা করা হয়েছিল তার পরের সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ১০.০৭.২০১৯ তারিখে একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে যে আপীলকারী প্রতিদিনের প্রয়োজন দেখাশোনা করবে। ৬ তম উত্তরদাতার চিকিৎসা চাহিদা সহ। তিনি, তাই, দাখিল করেছেন যে যেহেতু আপীলকারী এবং ৭ তম উত্তরদাতা ৬ তম উত্তরদাতার দেখাশোনা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন, তাই উপ-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট উপহারের দলিল প্রত্যাহার করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে যেহেতু বিজ্ঞ একক বিচারক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শানোর মাধ্যমে রিট আবেদনটি খারিজ করেছেন, তাই এই আদালতের এই আন্তঃআদালতে আদেশের আপীলে এই ধরনের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

৮. রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনাল হিসাবে কাজ করা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ০৩.০৭.২০১৯ তারিখের উপহারের দলিলটিকে ২০০৭ আইনের ধারা ২৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এখানে ৬ তম উত্তরদাতার দ্বারা দায়েরকৃত প্রত্যাহার করার জন্য দলিল গ্রহণ করে বাতিল ঘোষণা করেছেন৷

৯. বাস্তবিক দিকটি প্রবেশ করার আগে ২০০৭ আইনের ২৩ ধারায় বর্ণিত বিধানগুলি পুনঃসংবেদন করা লাভজনক হবে যার জন্য পরবর্তীতে এটি নিষ্কাশন করা হবে৷

> " ২৩. কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল হবে৷-
>
> (১) যেখানে এই আইন প্রবর্তনের পর যে কোনো প্রবীণ নাগরিক, উপহারের মাধ্যমে বা অন্যথায়, তার সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন, এই শর্ত সাপেক্ষে যে হস্তান্তরকারীকে হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদান করে এবং এই ধরনের হস্তান্তরকারী এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা প্রদান করতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হলে, সম্পত্তির উল্লিখিত হস্তান্তর প্রতারণা বা জোরপূর্বক বা অযাচিত প্রভাবের অধীনে করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং বিকল্পে তা করা হবে। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক স্থানান্তরকারীকে বাতিল ঘোষণা করা হবে।
>
> (২) যেখানে কোনো প্রবীণ নাগরিকের একটি এস্টেট থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই ধরনের সম্পত্তি বা তার অংশ হস্তান্তর করা হয়েছে, যদি হস্তান্তরকারীর এই অধিকারের নোটিশ থাকে, বা যদি হস্তান্তর হয় তবে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে বলবৎ হতে পারে। অবাঞ্ছিত; তবে বিবেচনার জন্য এবং অধিকারের নোটিশ ছাড়াই হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে নয়।
>
> (৩) যদি, কোন প্রবীণ নাগরিক উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীনে অধিকার প্রয়োগ করতে অক্ষম হন, তাহলে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা সংস্থাগুলির যে কোনও একটি দ্বারা তার পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।"

৮ এর মধ্যে ৩ পৃষ্ঠা

১০. ***সুদেশ চিকারা বনাম রামতি দেবী এবং এরেকজন,*** রিপোর্ট করা হয়েছে ***(২০২২) এসসিসি অনলাইন এসসি ১৬৮৪***-এ, মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অনুষ্ঠিত করে যে ধারা ২৩-এ সব ধরনের স্থানান্তরকে কভার করে যা "উপহারের মাধ্যমে বা অন্যথায়" অভিব্যক্তির ব্যবহার থেকে স্পষ্ট। এতে আরও বলা হয়েছিল যে ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত যমজ শর্তগুলি অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে-

(ক) হস্তান্তরটি অবশ্যই এই শর্ত সাপেক্ষে করা হয়েছে যে হস্তান্তরকারী স্থানান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদান করবে; এবং

(খ) স্থানান্তরকারী স্থানান্তরকারীকে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা প্রদান করতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন।

১১. উল্লিখিত সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছিল যে যদি উল্লিখিত যমজ শর্তগুলি সন্তুষ্ট হয় তবে আইনী কল্পকাহিনী দ্বারা স্থানান্তরটি প্রতারণা বা জবরদস্তি বা অযাচিত প্রভাব দ্বারা করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এই ধরনের হস্তান্তরটি তখন অকার্যকর হয়ে যাবে স্থানান্তরকারী এবং রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনাল হস্তান্তরকে বাতিল ঘোষণা করার এখতিয়ার পায়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তার উপসংহারের সংক্ষিপ্তসার করেছে যে স্থানান্তরকারী কাম প্রবীণ নাগরিককে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদানের শর্ত সাপেক্ষে স্থানান্তর কার্যকর করা ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর প্রযোজ্যতার জন্য যথার্থ নয়।

১২. উল্লিখিত সুপ্রতিষ্ঠিত আইনি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনালকে ২০০৭ আইনের ধারা ২৩-এ বর্ণিত বিধানগুলি প্রয়োগ করার সময় প্রথমে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অসম্পূর্ণ স্থানান্তরটি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদানের শর্ত সাপেক্ষে ছিল কিনা। স্থানান্তর কারী কাম সিনিয়র সিটিজেন। শুধুমাত্র সন্তুষ্ট হওয়ার পরে যে স্থানান্তরটি এই ধরনের শর্তের অধীন ছিল তখন ট্রাইব্যুনালকে তদন্ত করতে হবে যে হস্তান্তর কারী এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা প্রদান করতে অস্বীকার করেছে বা ব্যর্থ হয়েছে কিনা এবং ট্রাইব্যুনাল এমন একটি অনুসন্ধানে পৌঁছার পরে যে হস্তান্তরকারী প্রত্যাখ্যান করেছে বা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা, ট্রাইব্যুনাল, হস্তান্তরকারীর কাছে যাওয়ার পরে, হস্তান্তরের দলিল বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।

১৩. ৩০.১১.২০২২ তারিখের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে এই আদালত দেখতে পায় যে উপহারের দলিলটি নিম্নলিখিত কারণ উল্লেখ করে প্রত্যাহার করা হয়েছে-

> "যেহেতু ঘটনা এবং মামলার নথি গিফট ডিড স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে হয়রানি এবং রক্ষণাবেক্ষণ না করা পাশাপাশি জালিয়াতি এবং জবরদস্তি নির্দেশ করে, তাই ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট যে এটি উপহারের দলিল প্রত্যাহার করার জন্য উপযুক্ত মামলা।"

১৪. পূর্বোক্ত আদেশে নির্ধারিত কারণগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, এই আদালত দেখতে পায় যে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সেই কারণগুলি বিবেচনায় নিয়েছেন যা ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১) এর মধ্যে পড়ে না। অতএব, ৩০.১১.২০২২ তারিখের উল্লিখিত আদেশটি কেবলমাত্র এই ধরনের ভিত্তিতে বাতিল করার জন্য দায়ী। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে, রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনালে বিষয়টি প্রেরন করা উচিত যাতে রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ বাতিল করা হয়। যাইহোক, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য হাতে থাকা মামলায় বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানোর দ্বারা কোনও দরকারী উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে না।

১৫. সম্পূর্ণরূপে অভিযুক্ত দলিলটি পড়ার পরে, এই আদালত দেখতে পায় যে বিজ্ঞ একক বিচারক সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে ০৩.০৭.২০১৯ তারিখের উপহারের দলিলটিতে এমন কোনও নির্দিষ্ট শর্ত ছিল না যে আপীলকারী (হস্তান্তরকারী) ৬ তম উত্তরদাতার প্রয়োজনগুলি দেখবে (স্থানান্তরকারী)। ***সুদেশ চিকারা*** (সুপ্রা) কে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যেমন বলেছে যে হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদানের শর্ত সাপেক্ষে স্থানান্তর কার্যকর করা ধারা ২৩ এর উপ-ধারা ১-এর প্রযোজ্যতার জন্য অযোগ্য। এই আদালতের বিবেচনা করা হয়েছে যে রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনাল ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১) এর বিধানগুলি ব্যবহার করে সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল ঘোষণা করার মাধ্যমে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে।

১৬. ৬ তম উত্তরদাতার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১) এর আহ্বানকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ১০.০৭.২০১৯ তারিখের ঘোষণার উপর নির্ভর করে দাবি করে যে সম্পত্তি হস্তান্তর শর্ত সাপেক্ষে যে হস্তান্তরকারী মৌলিক প্রদান করবে স্থানান্তরকারীর সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা।

১৭. ধারা ২৩ (১) বিবেচনা করে যে উপহারের মাধ্যমে বা অন্যথায় সম্পত্তি হস্তান্তর অবশ্যই এই শর্ত সাপেক্ষে হতে হবে যে হস্তান্তরকারী হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদান করবে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, সম্পত্তি একটি উপহার দলিল দ্বারা হস্তান্তর করা হয়েছিল। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ধারা ১২৩ বলে যে স্থাবর সম্পত্তি উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে হস্তান্তরটি দাতার দ্বারা বা তার পক্ষে স্বাক্ষরিত একটি নিবন্ধিত দলিল দ্বারা কার্যকর হতে হবে এবং কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে। অতএব, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১) এর প্রযোজ্যতার জন্য হস্তান্তরের উপকরণ অর্থাৎ, নিবন্ধিত উপহার দলিলকে অবশ্যই পূর্বোক্ত শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৮. ১০.০৭.২০১৯ তারিখের নথিটি দেখার পরে এই আদালতটি দেখতে পায় যে এটি ৬ তম উত্তরদাতা (স্থানান্তরকারী) দ্বারা প্রদত্ত একটি ঘোষণা যা বলে যে আপীলকারী (স্থানান্তরকারী) হস্তান্তরকারীকে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে স্থানান্তরকারীর জীবনকাল। উল্লিখিত ঘোষণার সমাপ্তি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এটি ৬ তম উত্তরদাতার (স্থানান্তরকারী) নির্দেশ অনুসারে লেখা হয়েছে এবং এছাড়াও এতে থাকা বিবৃতিগুলি পড়ার পরে এবং এর বিষয়বস্তু বোঝার পরে, ৬ তম উত্তরদাতা উক্ত নথিটি সম্পাদন করেছেন সাক্ষীদের উপস্থিতি। যাইহোক, উল্লিখিত নথি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় না যে সাক্ষীরা উক্ত নথিটি সম্পাদনের সত্যায়িত করেছেন। উল্লেখিত নথিটিও একটি নোটারাইজড এবং একটি নিবন্ধিত নথি নয়। একটি উপহার দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধন করার পরে স্থাবর সম্পত্তিতে তার সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ নিঃশেষ করার পরে হস্তান্তরকারীর দ্বারা করা এই ধরনের ঘোষণা এবং তাও এই আদালতের বিবেচিত বিবেচনায় একটি নোটারাইজড দলিল দ্বারা, বলা যায় না ধারা ২৩ (১) এর অধীনে নির্ধারিত বিধানগুলির সাথে সম্মতি যা বলে যে একজন প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপহারের মাধ্যমে বা অন্যথায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা এই শর্ত সাপেক্ষে হবে যে হস্তান্তরকারী ব্যক্তিকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা সরবরাহ করবে। স্থানান্তরকারী

১৯. সামগ্রিকভাবে উপহারের দলিল পড়ার পরে এই আদালতটি দেখতে পায় যে প্রকৃত স্থানান্তর হওয়ার সময় এটি সম্পূর্ণ ছিল এবং এটি একটি নিঃশর্তও ছিল।

২০. এই আদালত, তাই, ধারণ করে যে ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১)-এর প্রয়োগ করা যাবে না যদি উপহারের নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করার পরে, হস্তান্তরকারী হস্তান্তরকারীর উপর কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

২১. শুধুমাত্র এই কারণে যে আপীলকারীর (হস্তান্তরকারী) স্বাক্ষর উল্লিখিত ঘোষণায় উপস্থিত হয়, যে নিজে নিজে ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১)-এর আহ্বানকে সমর্থন করতে পারে না৷

২২. এই আদালত, তাই, বিজ্ঞ একক বিচারকের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে আগ্রহী নয় যে ঘোষণা / অঙ্গীকারটি উপহারের দলিলের অংশ এবং পার্সেল হিসাবে নেওয়া উচিত।

২৩. এখানে আগে করা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৪.০৩.২০২৩ তারিখের একজন বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত বিরোধিত রায় এবং আদেশের পাশাপাশি ৩০.১১.২০২২ তারিখের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে।

২৪. এই আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৬ তম উত্তরদাতার আচরণও নোট করা উচিত৷ সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১)-এর অধীনে এই আবেদনটি দাখিল করার আগে, ৬ তম উত্তরদাতা একটি টাইটেল মামলা দায়ের করেছিলেন যেটি ২০০২ এর নং৯, বিজ্ঞ দেওয়ানী বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন), হুগলির প্রথম আদালত, চন্দনগর-এর সামনে, ০৩.০৭.২০১৯ তারিখের উপহারের দলিল বাতিল বলে ঘোষণা করে একটি ডিক্রির জন্য প্রার্থনা করে যেখানে এখানে আপীলকারীর দ্বারা অভিযোগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। উপহারের দলিলের প্রস্তুতি এবং সম্পাদন। উল্লিখিত স্বত্ব মামলার ৬ তম উত্তরদাতার এটি নির্দিষ্ট কেস যে এখানে আপীলকারী একটি নিষ্পত্তির দলিল প্রস্তুত করার পরিবর্তে প্রতারণামূলকভাবে ৬ তম উত্তরদাতার দ্বারা এখানে আপীলকারীর পক্ষে একটি উপহারের দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধিত হয়েছে৷

২৫. যাইহোক, ২০০৭ আইনের ধারা ২৩ (১) এর অধীনে আবেদনে ৬ তম উত্তরদাতা বিশেষভাবে বলেছেন যে তিনি আপীলকারী এবং ৭ তম উত্তরদাতাকে সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তিনি উপহারের নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন আপীলকারী এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ, এখানে ৭ তম উত্তরদাতা কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে আপীলকারী উপহারের দলিলটি শুধুমাত্র তার নামে সম্পাদিত করতে পরিচালিত হয়েছিল যার ফলে তার স্ত্রীকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ ৭ম উত্তরদাতা৷

২৬. সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে দেওয়ানী মামলায় দরখাস্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা আবেদন পরস্পরবিরোধী এবং পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক। তা ছাড়া ৬ তম উত্তরদাতা এখনও সিভিল কোর্টে টাইটেল মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। ৬ তম উত্তরদাতার আচরণ এই আদালত দ্বারা প্রশংসা করা হয় না।

২৭. উল্লিখিত সমস্ত কারণের জন্য আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২৪.০৩.২০২৩ তারিখের রায় এবং আদেশ ২০২৩ সালের ডবলুপিএ ১০১৩-এ বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা পাস করা হয়েছিল টা খারিজ করা হয়। ২০২৩ সালের ডবলুপিএ ১০১৩ হওয়ায় রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং মামলা ২০২২-এর নং ১৪-এর, ৩০.১১.২০২২ তারিখে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগরের আদেশ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিভাবক এবং সিনিয়র সিটিজেনস অ্যাক্ট, ২০০৭-এর অধীনে খারিজ এবং বাতিল করা হয়েছে। আবেদনটিও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৮. যাইহোক, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এখানে আগে করা পর্যবেক্ষণগুলি শুধুমাত্র এই আপিলের চূড়ান্ত উপসংহারকে সমর্থন করার জন্য এবং এটি বিচারাধীন শিরোনামের মামলায় ব্যক্তিগত পক্ষগুলিকে পূর্বাভাস দেবে না। যাইহোক, খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

২৯. জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

আমি একমত।

(প্রধান বিচারপতি, টিএস শিবগ্নানাম) **(বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য)**

(পি.এ.-সঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।